দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ AUG. 02 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটিতে সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে তিন হল এখনও অবরুদ্ধ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখলদার ছাত্রী ধর্ষণকারী সশস্ত্র ক্যাডাররা তাহাদের দখলকৃত তিনটি হল অস্ত্রের মুখে এখনও অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দখলকৃত শহীদ সালাম-বরকত হল, কামাল উদ্দিন ও মাওলানা ভাসানী হলের ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্ররা হল ত্যাগ করিতেছে। ছাত্রীধর্ষক এই ক্যাডারদের গ্রেফতার এবং শাস্তির দাবীতে সাধারণ ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী গতকাল (রবিবার) সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের ডেয়ারি ফার্ম

(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

জানগর ভার্সিটিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গেটের সম্মুখস্থ ব্যস্ততম ঢাকা-আরিচা সড়ক ব্যারিকেড দিয়া রাখে। ফলে এই সড়কের সাভার বাজার ও নবীনগর মোড়ে এবং বাইপাস নবীনগর-আশুলিয়া সড়কে ভয়াবহ যানজট লাগিয়া যায়।

গতকাল জাবি ক্যাম্পাস ছিল থমথমে। হলগুলিতে পুলিশ মোতায়েন না করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভীত-শংকিত হইয়া পড়িয়াছে। গতকাল কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় নাই। ক্যাম্পাসের রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এর সম্মুখে ও চৌরঙ্গীর মোড়ে কিছুসংখ্যক পুলিশের অস্তিত্ব রহিয়াছে। সশস্ত্র ক্যাডারদের বিরুদ্ধে গতকাল পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। তবে গতকাল প্রক্টরের নেতৃত্বে গঠিত ভিজিল্যান্স টিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে কাজ শুরু করিয়াছে। তবে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য গঠিত চার সদস্যের টাস্কফোর্স টিম তাহাদের কর্মকান্ড শুরু করে নাই। পুলিশের একটি সূত্র জানান, দখলকৃত হল তিনটি ধর্ষণকারী, অস্ত্র এবং বহিরাগতমুক্ত করার জন্য আজ (সোমবার) হইতে বিরোধী দল কর্তৃক আহূত হরতালের কারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ নিয়োগ করা সম্ভব নহে। হরতালের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুলিশ এই ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া সূত্র জানায়।

জানা গিয়াছে, ছাত্রলীগের জাবি শাখার সাবেক সভাপতি মহিবুল্লাহ এবং শেখ নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে গত শুক্রবার রাতে ছাত্রী ধর্ষণকারী সশস্ত্র ক্যাডাররা হল তিনটি দখল করিয়া নেওয়ার পর ঝোপঝাড়পূর্ণ এই ক্যাম্পাসে সন্ধ্যার পর ৪টি হলের ছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছে। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের বাগেরহাট গ্রুপটি এই ধর্ষণকারী ক্যাডারদের অস্ত্র এবং লোকবল দিয়া হল দখলে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। বর্তমানে বাগেরহাট গ্রুপই তাহাদের মদদ দিতেছে।

এদিকে ১৯৯৭ সালে ছাত্রলীগ কর্মী আনন্দ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত এবং গত শুক্রবার ধর্ষক গ্রুপ দ্বারা বিতাড়িত কাঁকর-নাহিদ গ্রুপের ক্যাডাররা হল পুনঃদখলের চেষ্টা চালাইতেছে বলিয়া একটি সূত্র জানায়। কাঁকর-নাহিদ গ্রুপ বর্তমানে সাভার বাজার এলাকায় ডেরা গাড়িয়াছে। এই গ্রুপকে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ মদদ দিতেছে।

জানা যায়, বর্তমান হল দখলকারী ধর্ষক গ্রুপ সরকার সমর্থক শিক্ষকদের একটি অংশের আশীর্বাদ পাইতেছে। এই গ্রুপের ৫ জনকে ছাত্রী ধর্ষণের দায়ে তদন্তপূর্বক জাবি হইতে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়। তাহার মধ্যে 'সেঞ্চুরীধর্ষক' জসিমউদ্দিন মানিক বিদেশে অবস্থান করিতেছে, বাকীরা এই হল দখলে জড়িত।

জাবিতে ছাত্রলীগের কর্মকান্ড এক বছর পূর্বে স্থগিত

গতকাল ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাহাদুর বেপারী এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাতীয় কার্যকরী সংসদ বিগত এক বছর পূর্বেই জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করিয়াছে এবং পাশাপাশি ছাত্রী লাঞ্ছনার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়াছে। কমিটি বিলুপ্তির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত এখন বহাল রহিয়াছে। বর্তমানে জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যলয়ে ছাত্রলীগের কোন কার্যক্রম নাই। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হল দখলকারী ও সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে যুক্ত দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবী জানাইয়াছে।

ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হাবিব-উন-নবী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু এক যুক্ত বিবৃতিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাস ও হল দখলের নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাইয়া অবিলম্বে ছাত্রী ধর্ষণকারী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবী করিয়া ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনার আহবান জানাইয়াছেন।